বিবেকানন্দ কলেজ

ঠাকুরপুকুর

কোলকাতা-৭০০০৬৩

ন্যাক এক্রিডিয়েটেড 'এ' গ্রেড

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য (সান্মানিক)

প্রস্তুতকারী :- অধ্যাপক নবকিশোর চন্দ

(পাঠ্যোপকরণ)

বৈষ্ণব পদাবলী/বি.এন.জি.-এ -সি.সি.-২
মডিউল- ০৩
প্রস্তুতকারী : - নবকিশোর চন্দ

-: বাংলা গদ্যের চর্চা ও বিকাশে শ্রীরামপুর মিশনের ভূমিকা :-

১৭৯২ খ্রীঃ ইংলন্ডের নরদাম্পটন সায়ারের কয়েকজন ব্যাপটিস্ট মিশনারি ভারতীয়দের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য সচেস্ট হন । তাঁদের নির্দেশে ডাক্তার টমাস ও উইলিয়াম কেরী নামক দুজন ধর্মপ্রাণ খ্রীষ্টান পাদ্রী বাঙলায় উপস্থিত হন(১৭৭৩)।কিন্তু কোম্পানী ব্যাপটিস্ট মিশনারিদের বিশেষ সুনজরে দেখত না । তাই তাঁরা কোলকাতায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে না পারায় , কোলকাতার অদূরে দিনেমার কেন্দ্র শ্রীরামপুরে ১৮০০ খ্রীঃ বাঙলায় সর্বপ্রথম প্রটেস্টান্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করেন । কেরীদের সঙ্গ যুক্ত হন -উইলিয়াম ওয়াড´, গ্রান্ট ,জোশুয়া মার্শম্যান প্রমুখ আরও কয়েকজন ইংলন্ড থেকে আসা ধর্মপ্রাণ মানুষ । এর কিছু আগে কেরী ইংলন্ড থেকে একটি মুদ্রাযন্ত্র আনিয়েছিলেন । পঞ্চানন কর্মকারের কাছ তেকে বাংলা হরফ পাওয়া গেল । প্রতিষ্ঠিত হল শ্রীরামপুর প্রেস ও মিশন । শুরু হল বাংলা গদ্য ভাষার জয়যাত্রা।

উইলিয়াম কেরী ছিলেন পন্ডিত ও বিদগ্ধ মানুষ ।সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় তাঁর দখল ছিল । ১৮০০ খ্রীঃ তিনি ‘মঙ্গল সমাচার মতিউর’ যেটি ‘Gospel of St,Mathew` - এর বাংলা অনুবাদ । শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ হিসেব এর মূল্য অপরিসীম । এই গ্রন্থটির ভাষারীতির নিদর্শন হল-‘প্রথমে ঈশ্বর সৃজন করিলেনস্বর্গ ও পৃথিবী ।পৃথিবী শূন্য ও অস্থিরাকার হইল এবং গভীরের উপরে অন্ধকার ও ঈশ্বরের আত্মা দোলায়মান হিলেন জলের উপর।’এরপর বাইবেলের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে পরবর্তীকালে। ১৮০৯ খ্রীঃ ‘ধর্মপুস্তক’ -নামে সমগ্র বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হয় । ভাষায় জড়তা ও কৃত্রিমতা থাকলেও বাইবেলের এই অনুবাদ বাংলা গদ্যের মুক্তি সম্ভাবনাকে তরান্বিত করতে সাহায্য করেছিল ।
এছাড়াও যে বিষয়ের জন্য শ্রীরামপুর মিশনের প্রতি প্রতিটি বাঙালীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত তা হল একান থেকে বাংলা ও সংস্কৃতে বহু গ্রন্থ মুদ্রন করে প্রকাশ করার জন্য । প্রাচীন বাংলা মহাকাব্য - কৃত্তিবাসী ‘রামায়ণ’ ও কাশীরাম দাসের ‘মহাভারত’ ছাড়াও এখান থেকে -বোপদেবের ‘মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ , কেরী ও মার্শম্যান সম্পাদিত ‘বাল্মীকি রামায়ণ’ কেরীর ‘sanskrit grammar",কোলব্রুক সম্পাদিত :অমরকোষ’ও উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিক্স কেরীর ‘ব্যিাদাহারাবলী’ ও চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থের বাংলা আনুবাদ প্রকাশিত হয় । এছাড়াও এখান থেকেই প্রথম মাসিক পত্রিকা ‘দিগদর্শন’(১৮১৮ খ্রীঃ,এপ্রিল মাসে) এবং সাপ্তহিক পত্রিকা ‘সমাচার দর্পণ’(১৮১৮খ্রীঃ,মে মাসে) প্রকাশিত হয় ।১৮৩৬ খ্রীঃ শ্রীরামপুর মিশনের প্রাণস্বরূপ মার্শম্যানের মৃত্যু হলে দীর্ঘকাল বাংলা ভাষার সেবা করার পর এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮৩৭ খ্রীঃ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় ।

শ্রীরাপুরের মিশনারিরা খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে খ্রীষ্ট প্রসঙ্গকে দেশবাসীর কছে উপভোগ্য ও বোধগম্য করে তোলার আগ্রহেই গদ্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন । ফলে তাঁদের কৌতূহল ভাষার মৌল প্রবনতার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিল । বস্তুত এঁদের চেষ্টার স্বাতন্ত্র-ই বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের মুক্তি সম্ভাবনাকে তরান্বিত করেছিল ।আধুনিক গদ্য সাহিত্য গঠনের এহলো প্রস্তুতিপর্ব । শ্রীরামপুর মিশনের সঙ্গে বাংলা গদ্যের হাঁটি-হাঁটি পা-পা লগ্নের যোগ তাই ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িত ।প্রকৃতপক্ষে বাংলা মুদ্রাযন্ত্র ও ব্যাকরণ প্রণয়নের মধ্য দিয়ে

শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান ধর্মযাজকেরা পরোক্ষভাবে বাংলা গদ্য রচনারীতিকে নিয়মের শৃঙ্খলায় বাঁধতে ও গদ্য গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ দিতে সাহয্য করেছেন ।পরবর্তীকালে ফোর্টউইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মিশনারিদের এই উদ্যোগ এবং দেশীয় ভাষা শিক্ষার প্রসাশনিক তৎপরতার সমন্বয় ঘটে । বাংলা গদ্যের বিকাশে যার ফল হয় সুদূরপ্রসারী ।

(সংক্ষেপে শ্রীরামপুর মিশনের বাংলা গদ্যের প্রসারে অবদান :-

ক)বাইবেলের অনুবাদ বাংলা গদ্যের বিকাশে সহায়ক হয়েছে ।
খ)রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি প্রকাশকরায় ক্লাসিক সাহিত্য বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছায় ।
গ)এখান থেকে কেবল বাংলার প্রথম সাময়িক পত্র-ই প্রকাশিত হয়নি ,সেগুলো সমাচার পত্রিকা বা সংবাদপত্রের আদর্শপ্রায় হয়ে ওঠে যা বাংলা গদ্য ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং যা হয়ে উঠেছে সমসাময়িক সমাজের দর্পণ ।
ঘ)মুদ্রণ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বাংলা সাহিত্যের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সহায়ক হয়েছে। এজন্যই শ্রীরামপুর মিশন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে ।

অনুশীলনী:-

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর , (প্রশ্নমান-১) :-

১)শ্রীরামপুর মিশন কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?
২)শ্রীরামপুর মিশনের প্রণপুরুষ কে ছিলেন ?
৩) শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার প্রধান দুজন উদ্যোক্তার নাম বল ।
৪)শ্রীরামপুর প্রেসের জন্য বাংলা অক্ষর কে তৈরী করেছিলেন ?
৫)শ্রীরামপুর প্রেসের প্রথম মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থ কোনটি ?
উ;-'মঙ্গল সমাচার মতিউর'(১৮০০)।
৬)সমগ্র বাইবেলের অনুবাদ কত খ্রীঃ কী নামে প্রকাশিত হয় ?
৭)'বাল্মীকি রামায়ণ'(চার খণ্ড),কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ' ও কাশীরাম দাসের'মহাভারত' প্রথম কোথা থেকে বের হয়
৮)শ্রীরামপুর মিশন কত খ্রীষ্টাব্দে কেন বন্ধ হয়ে যায় ?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ,(প্রশ্নমান-১০) :-

১) বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রসারে শ্রীরামপুর মিশনের অবদান অথবা গুরুত্ব আলোচনা কর ?

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :-

১)বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-সুকুমার সেন (২য় খণ্ড),আনন্দ পাবলিসার্স
২) বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস - সজনীকান্ত দাস
৩)বাংলা গদ্য রীতির ইতিহাস - অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়
৪)বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
৫)বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা - ভূদেব চৌধুরী(২য় খণ্ড)